بسم اللہ الرحمن الرحیم

# যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৯ এপ্রিল, ২০২১ মোতাবেক ০৯ শাহাদাত, ১৪০০ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত উসমান (রা.)-এর স্মৃতিচারণ চলছে। হযরত উসমান (রা.)-এর পদমর্যাদা কী ছিল আর মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর (তিরোধাণের) পর সাহাবীরা তাকে কী দৃষ্টিতে দেখতেন- এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। নাফে' হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর বরাতে বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর যুগে আমরা আমাদের কতককে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আখ্যা দিতাম আর মনে করতাম, হযরত আবু বকর সর্বশ্রেষ্ঠ, এরপর যথাক্রমে হযরত উমর বিন খাত্তাব এবং হযরত উসমান বিন আফ্ফান রাযিআল্লাহু আনহুম। এটি বুখারীর বর্ণনা। আরেকটি রেওয়ায়েত বুখারীতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, নাফে' হযরত ওমর ও ইবনে উমর (রা.)-এর বরাতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর যুগে কাউকে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমকক্ষ জ্ঞান করতাম না, এরপর হযরত উমর (রা.) ও হযরত উসমান (রা.)-এর সমকক্ষও কাউকে মনে করতাম না। এরপর মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের কাউকে অন্য কারো সাথে তুলনা করতাম না তাদের কাউকে অপর কারো থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করতাম না।

এরপর মহানবী (সা.)-এর তিরোধাণের পর হযরত উসমান (রা.) সর্বোত্তম লোকদের মাঝে গণ্য হওয়া সম্পর্কে যেসব রেওয়ায়াত পাওয়া যায় তার মধ্যে মুহাম্মদ বিন হানফিয়াহ্'র বর্ণনা রয়েছে। তিনি বর্ণনা করেন, আমি আমার পিতা হযরত আলী (রা.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করি, মহানবী (সা.)-এর পর লোকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? উত্তরে তিনি বলেন, আবু বকর (রা.)। আমি জিজ্ঞেস করি, তার পরে কে? তিনি বলেন, তার পরে হযরত উমর (রা.)। এ পর্যায়ে আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করি, এরপর কে? তিনি উত্তরে বলেন, হযরত উসমান (রা.)। এরপর আমি বলি, হে আমার পিতা! এরপর কি আপনি? তিনি উত্তরে বলেন, আমি তো মুসলমানদের মধ্যে একজন সাধারণ মানুষ মাত্র।

হযরত উসমান (রা.)-এর সঙ্গে মহানবী (সা.)-এর যে সম্পর্ক ছিল, তাঁর দৃষ্টিতে তার {অর্থাৎ উসমান (রা.)-এর} যে মর্যাদা ছিল তা এ থেকে অনুমান করা যায় যে, হযরত উসমান (রা.)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী জনৈক ব্যক্তির জানাযা মহানবী (সা.) পড়েন নি। এর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে দেয়া হয়েছে– হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তির মরদেহ জানাযা পড়ানোর জন্য মহানবী (সা.)-এর সমীপে আনা হয়। কিন্তু তিনি (সা.) তার জানাযার নামায পড়ান নি। কেউ নিবেদন করে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! ইতোপূর্বে আমরা কখনো দেখি নি যে, আপনি কারো জানাযা পড়াতে অস্বীকার করেছেন। তখন তিনি (সা.) বলেন, এই ব্যক্তি উসমানের প্রতি বিদ্বেষ রাখতো, তাই আল্লাহ্ তা'লাও তার প্রতি শত্রুতা পোষণ করেন। এরপর হযরত উসমান (রা.)-এর ইনসাফ বা ন্যায়বিচার সম্পর্কে রেওয়ায়েত রয়েছে আর তাতে তার ভাইয়ের অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে তিনি কীভাবে শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ দেন তা বর্ণিত হয়েছে। উবায়দুল্লাহ বিন আদী বর্ণনা করেন, হযরত মিসওয়ার বিন মাখরামাহ্ এবং আব্দুর রহমান বিন আসওয়াদ বিন আবদে ইয়াগূস উভয়ে আমাকে বলেন, হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে তার ভাই ওয়ালীদ সম্পর্কে কথা বলতে তোমাকে কীসে বিরত রাখছে? কেননা

কিছু দোষের কারণে লোকজন তার সম্পর্কে অনেক কানাঘুষা করেছে। এরপর আমি উসমান (রা.)-এর কাছে যাই। তিনি (রা.) নামাযের জন্য বাইরে এলে আমি বলি, আপনার সাথে আমার একটি কাজ আছে আর তা আপনার মঙ্গলের জন্যই।

হযরত উসমান বলেন, হে ভালো মানুষ! তোমাকে মা'মার বলেছে? আমার মনে হয় সে তোমাকে বলেছে, তুমি তার বার্তা নিয়ে এসেছ। এরপর তিনি বলেন, আমি তোমার কাছ থেকে আল্লাহর আশ্রয় পার্থনা করি। একথা শুনে সে, অর্থাৎ যে হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে গিয়েছিল সেখান থেকে চলে যায় এবং লোকদের কাছে ফিরে যায়। ইত্যবসরে হযরত উসমান (রা.)-এর বার্তাবাহক এসে জিজ্ঞেস করেন, তার কাছে আসলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি (হযরত ওসমানকে) কোন শুভাকাঙ্খার কথা বলছ? ইতোপূর্বে সে বলেছিল আমি আপনার মঙ্গল চাই। উত্তরে আমি বললাম, মহান আল্লাহ্ মহানবী (সা.)-কে সত্যসহকারে আবির্ভূত করেছেন এবং তাঁর প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আর তিনি (অর্থাৎ হযরত ওমর) সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর ডাকে সাড়া দিয়েছে। তিনি দুটি হিজরত করেছেন এবং মহানবী (সা.)-এর সঙ্গ দিয়েছেন আর তিনি হুযূর (সা.)-এর জীবনাদর্শ দেখেছেন। অতঃপর আমি বললাম, ওয়ালীদ [অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.)-এর ভাই] সম্পর্কে মানুষ নানান কথা বলেছে। হযরত উসমান (রা.) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি মহানবী (সা.)-এর যুগ পেয়েছ? আমি উত্তরে বলি, না; তবে আপনার মাধ্যমে সেসব কথা আমি জানতে পেরেছি। অর্থাৎ সেই যুগ পাই নি একথা ঠিক, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর যুগের বিভিন্ন কথা আমি অবগত হয়েছি যেমন এক কুমারি মেয়েও পর্দার ভেতর থেকে অবগত হয়। হযরত উসমান বলেন, আম্মা বা'দ, আল্লাহ তা'লা নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সা.)-কে সত্যসহকারে পাঠিয়েছেন আর আমি সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে। আর মহানবী (সা.) যেসব বিষয় নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন আমি সেসব বিষয়ে পূর্ণ ঈমান এনেছি। আমি দুটি হিজরতও করেছি যেমনটি তুমি বলেছ। আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম, তাঁর হাতে বয়আত করেছি আর আল্লাহর কসম! আমি কখনো তার অবাধ্যতা করি নি এবং আল্লাহ্ তাঁকে মৃত্যু দেয়া পর্যন্ত আমি তাঁর সাথে কোন প্রতারণাও করি নি। তারপর হযরত আবু বকর (রা.)ও তেমনি আমার অনুসৃত ব্যক্তিত্ব ছিলেন, হযরত উমর (রা.)ও অনুসৃত ব্যক্তিত্ব ছিলেন, অর্থাৎ তাদেরকেও আমি একইভাবে আনুগত্য করেছি। এরপর আমাকে খলীফা নির্বাচিত করা হয়, তাহলে এক্ষেত্রে কি আমারও পূর্ববর্তী দুই খলীফার ন্যায় একই অধিকার নেই? আমি বললাম, কেন নয়; অবশ্যই আছে। অতঃপর তিনি বলেন, তাহলে তোমার সম্পর্কে যে আমি বিভিন্ন কথা শুনে থাকি সেগুলোর কারণ কী?! আর তুমি ওয়ালীদের বিষয়ে যা বলেছ, আমি তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিব ইনশাআল্লাহ্। অর্থাৎ তার কৃত অপরাধের যে শাস্তি হয়, সে যে অপরাধ করেছে বলে বলা হচ্ছে তার শাস্তি দিব। এরপর তিনি হযরত আলী (রা.)-কে ডেকে এনে বলেন, তাকে (অর্থাৎ ওয়ালীদকে) বেত্রাঘাত করুন। এ নির্দেশে হযরত আলী (রা.) তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করেন। হযরত সৈয়দ জয়নুল আবেদীন ওলিউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব বুখারীর এই রেওয়ায়েতের ব্যাখ্যায় বলেন, ওলীদ বিন উকবার বিরুদ্ধে যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উল্লেখ রয়েছে এটি মদ পান করার অভিযোগে ছিল। সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে এটি প্রমাণিত হওয়ার পর যে, তা অজ্ঞতার যুগের মদই ছিল, কিশমিশ বা খেজুরের শরবত ছিল না- হযরত উসমান স্বজনপ্রীতি করেন নি বরং নিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দিয়েছেন, অর্থাৎ চল্লিশটির স্থলে আশিটি বেত্রাঘাত করিয়েছেন আর এই সংখ্যা হযরত উমর (রা.)-এর কর্মপন্থা থেকেও প্রমাণিত হয়।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, আতা বিন ইয়াযীদ তাকে অবগত করেন যে, হযরত উসমান (রা.)-এর মুক্ত ক্রীতদাস হুমরান বলেন, তিনি হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)-

কে দেখেছেন, তিনি একটি পাত্র আনিয়ে নিজ হাত তিনবার ধৌত করেন। অতঃপর পাত্র থেকে ডান হাত দিয়ে কুলি করেন এবং নাক পরিস্কার করেন, এরপর তিনি তার মুখ ও দুই হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন, অতঃপর মাথা মাসাহ করেন, এরপর তিনি তার উভয় পা টাখনু পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন। অতঃপর তিনি বলেন, মহানবী (সা.) বলতেন, যে আমার ন্যায় ওযু করবে এবং প্রবৃত্তির তাড়না থেকে মুক্ত থেকে দু'রাকাত নামায পড়বে সেক্ষেত্রে সে পূর্বে যত পাপ করেছে তার সবই ক্ষমা করে দেয়া হবে।

জুমুআর দিন দ্বিতীয় আযানের সংযোজন হয়েছে হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে। এর বিস্তারিত বর্ণনায় ইমাম যুহরি সায়েব বিন ইয়াযিদের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, মহনবী (সা.), হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে জুমুআর দিনের প্রথম আযান ইমাম মিম্বরে সমাসীন হওয়ার পর হতো। হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের কারণে যুহরা নামক স্থানে তৃতীয় আযানের প্রচলন করেন। আবু আবদুল্লাহ্ বলেন, যুহরা হলো মদীনার বাজারের একটি জায়গার নাম। ফিকাহ্ আহমদীয়াতেও হাদীসের বরাতে এই বিষয়ে লেখা আছে, মহনবী (সা.), হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে মসজিদে রাখা মিম্বরের পাশে একবার-ই আযান দেয়া হতো। পরবর্তিতে হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে দ্বিতীয় আযানের প্রচলন হয়, যেটি মসজিদের দরজার সম্মুখে পড়ে থাকা একটি পাথরে দাঁড়িয়ে দেয়া হতো। সেই স্থানের নাম যুহরা ছিল। বুখারীর তফসীর নেয়মাতুল বারীতে এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লেখা আছে, ইবনে শিহাব যুহরী সায়েব থেকে বর্ণনা করেন, এই অধ্যায়ের হাদীসে তৃতীয় যে আযানের কথা উল্লেখ রয়েছে সেটি মূলত একামতসহ গণনা করে বলা হয়েছে। প্রথমে দুটি আযানের প্রচলন হবার পর তৃতীয় আযান দেয়া হতো। আমি প্রথম যে বর্ণনাটি পড়ে শুনালাম সেটিতে লেখা ছিল, যখন লোকেদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায় তখন তিনি (রা.) যুহরায় তৃতীয় আযানটি বৃদ্ধি করেন। প্রথম আযান, এরপর দ্বিতীয় আযান এবং এরপর একামতকে তৃতীয় আযান হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে তিন বার নামাযের জন্য আহ্বান করা হতো। ঈদের দিন জুম্মার নামায না পড়ার বিষয়ে যে ছাড় রয়েছে সেসম্পর্কেও রেওয়ায়েত রয়েছে। ইবনে আযহারের মুক্ত ক্রীতদাস আবু উবাইদ (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি হযরত উমর (রা.)-এর ইমামতিতে একবার ঈদের নামায আদায় করেন। তিনি (রা.) খুতবার পূর্বে নামায আদায় করেন, এরপর লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান করে বলেন, হে লোকসকল! নিশ্চয়ই মহানবী (সা.) তোমাদেরকে এই দুই ঈদে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। প্রথম ঈদ হলো, রোযা রাখার পর আর রোযা না রাখার আনন্দে পালিত ঈদ। অপরটি সেই ঈদ যেটিতে তোমরা নিজেদের কুরবানীর পশুর মাংস আহার করে থাক। আবু উবাইদ বর্ণনা করেন, এরপর তিনি একবার হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রা.)-এর খিলাফতকালে তাঁর পেছনে এক ঈদের নামায আদায় করেন, সেটি জুমুআর দিন ছিল। তিনি (রা.) খুতবা প্রদানের পূর্বে নামায পড়ান, এরপর লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান করেন। তিনি (রা.) বলেন, এটি সেই দিন যাতে তোমাদের জন্য দুটি ঈদ একত্রিত হয়েছে। সুতরাং মদীনার চতুর্পাশ্বে বসবাসকারীদের যারা জুমুআর নামাযের জন্যে অপেক্ষা করতে চায়, তারা এখানে অপেক্ষা করতে পারে আর যারা ফেরত যেতে চায়, আমার পক্ষ থেকে তাদের ফিরে যাওয়ার অনুমতি আছে।

ফিকাহ্ আহমদীয়াতে এই বিষয়ে এমন একটি জিনিস আমি লেখা পেয়েছি, যেটির স্বপক্ষে আমি কোন স্পষ্ট দলিল এখনো পাই নি। সেখানে লেখা আছে ঈদ এবং জুমুআ একই দিনে হলে জুমুআর নামাযও পড়তে হবে না এবং যোহরের নামাযও পড়তে হবে না। বরং আসরের সময় আসরের নামায পড়তে হবে। আতা বিন রিবাহ বর্ণনা করেন, একবার ঈদুল ফিতর এবং জুমুআ একই দিনে পড়ল। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.) বলেন, যেহেতু

একই দিনে দুটি ঈদ একত্রিত হয়ে গেছে, তাই দুটি নামায একত্রে আদায় করা হবে। এরপর তিনি (রা.) উভয় ঈদের জন্য দুই রাকাত দুপুরের আগে আদায় করেন। এরপর আসরের নামায পর্যন্ত আর কোন নামায আদায় করেন নি, অর্থাৎ সেই দিন কেবল আসরের নামায আদায় করা হয়েছে। এই বিষয়ে এখনো আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)ও এটিই বলেছিলেন এবং এই বিষয়ে গবেষণাও করিয়েছিলেন। প্রথমে আমার মনে হচ্ছিল প্রয়োজন নেই। পরবর্তিতে দেখলাম যেহেতু মহনবী (সা.)-এর ব্যবহারিক জীবন দ্বারা সাব্যস্ত হয় এমন অন্য কোন বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে না যে, জুমুআর নামাযের পাশাপাশি যোহরের নামাযও বাদ দেয়া হয়েছে। এটিই একমাত্র বর্ণনা যেটি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের করেছিলেন। এ বিষয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

আমাদের ফিকাহ্‌র পুনঃপরিমার্জনের কাজ চলছে। আমার মনে হয় এ প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টি আরো বেশি গুরুত্বের সাথে দেখার প্রয়োজন, অর্থাৎ যোহরের নামাযও পড়তে হবে না– এটি কত দূর সঠিক? জুমুআ পড়তে হবে না, এটি ঠিক আছে, কিন্তু যোহরের নামাযও পড়াতে হবে না– এ সম্পর্কে এই রেওয়ায়েত ব্যতীত মহানবী (সা.) কিংবা খুলাফায়ে রাশেদীন হতে সরাসরি এমন কোন রেওয়ায়েত পাওয়া যায় না অথবা আমি যতটা গবেষণা করিয়েছি তাতে এখনো চোখে পড়ে নি।

জুমুআর দিন গোসল করার ব্যাপারে রেওয়ায়েত রয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, জুমুআর দিন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) মানুষের উদ্দেশ্যে খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রা.) (মসজিদে) প্রবেশ করলে হযরত উমর (রা.) তাঁকে উদ্দেশ্য করে ইঙ্গিতে বলেন, মানুষের কী হয়েছে যে, আযান হওয়ার পরও তারা বিলম্বে আসে! একথা শুনে হযরত উসমান (রা.) বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি তো আযান শোনামাত্রই ওজু করে চেলে এসেছি। তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, শুধু ওজু? আপনি কি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে একথা বলতে শুনেন নি যে, তোমাদের কেউ যদি জুমুআর উদ্দেশ্যে আসে, তার গোসল করা উচিত। পানির ব্যবস্থা থাকলে বা (পানির) সুবিধা থাকলে গোসল করা আবশ্যক।

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অন্য সাহাবীদের তুলনায় হযরত উসমান (রা.) বর্ণিত মা'রফু হাদীসের সংখ্যা অনেক কম। তাঁর সর্বমোট রেওয়ায়েতের সংখ্যা ১৪৬, যার মধ্যে ৩টি হলো মুত্তাফেক আলাইহে, অর্থাৎ বুখারী এবং মুসলিম উভয় গ্রন্থেই রয়েছে। আর ৮টি শুধু বুখারীতে রয়েছে এবং ৫টি কেবল মুসলিম শরীফে রয়েছে। এভাবে সহীহায়েন-এ তাঁর বর্ণিত মোট ১৬টি হাদীস রয়েছে। তাঁর বর্ণিত রেওয়ায়েত কম হওয়ার কারণ হলো, তিনি অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.) হাদীস রেওয়ায়েত করার ক্ষেত্রে চরম পর্যায়ের সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তিনি বলতেন, মহানবী (সা.)-এর বরাতে কোন কথা বলার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি বাধ সাধে তা হলো, অন্য সাহাবীদের তুলনায় আমার স্মৃতিশক্তি হয়ত দৃঢ় নয়। তিনি বলেন, কোন কথা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি আমাকে বাধা দেয় তা হলো এমনটি যেন না হয় যে, অন্য সাহাবীদের তুলনায় আমার স্মৃতিশক্তি দৃঢ় না হওয়ার কারণে হয়ত তাদের কথা-ই সঠিক হবে। এজন্য আমি রেওয়ায়েত বর্ণনার ক্ষেত্রে খুবই সাবধান। তিনি বলেন, কিন্তু আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমার প্রতি এমন কোন বিষয় আরোপ করবে যা আমি বলি নি, সে জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নিবে। এজন্য হযরত উসমান (রা.) হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ভীষণ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন হাতেব (রা.)-এর বক্তব্য হলো অন্য কোন সাহাবীকেই আমি হযরত উসমান (রা.)-এর চেয়ে সম্পূর্ণ কথা বলতে দেখি নি, কিন্তু তিনি হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ভয় পেতেন। হুমরান বিন আবান বলেন, একবার হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রা.) ওজু করার জন্য পানি আনিয়ে

নেয়ার পর কুলি করেন ও নাকে পানি দিয়ে (নাক পরিষ্কার করেন), তিন বার মুখমণ্ডল ধৌত করেন, দুই হাত তিনবার করে ধৌত করেন এবং মাথা ও উভয় হাতের উপরের অংশ মাসাহ্ করেন, অতঃপর তিনি হেসে উঠেন। এরপর তিনি তার সঙ্গীদের বলেন, তোমরা কি আমাকে হাসির কারণ জিজ্ঞেস করবে না? তখন তারা বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কেন হেসেছেন? উত্তরে তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে দেখেছি যে, তিনি এই স্থানেরই আশেপাশে পানি আনিয়ে, ঠিক সেভাবে ওজু করেন যেভাবে আমি ওজু করেছি, অতঃপর তিনি হেসে ওঠেন এবং সাহাবীদের বলেন, অর্থাৎ মহানবী (সা.) সাহাবীদের বলেন, তোমরা কি আমার কাছে জানতে চাইবে না যে, আমি কি জন্য হেসেছি? তখন তারা নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি কী কারণে হেসেছেন? উত্তরে তিনি (সা.) বলেন, মানুষ যখন ওজুর পানি আনিয়ে নিজের মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন আল্লাহ্ তার সেই সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন যা মুখমণ্ডলের দ্বারা সংঘটিত হয়, এরপর সে যখন তার হাত ধৌত করে তখনো এমনই হয়, এরপর সে যখন তার মাথা মাসাহ্ করে বা মুছে তখনো এমনটিই ঘটে আর সে যখন তার পা পরিস্কার করে তখনো এমনই হয়। এই রেওয়ায়েতটি আসলে ওজুর প্রথম রেওয়ায়েতের সাথেই বর্ণিত হওয়া উচিত ছিল, যাহোক এখন বর্ণনা করা হলো।

হযরত উসমান (রা.)-এর বিয়েশাদি এবং সন্তানসন্ততি সম্পর্কে যেসব রেওয়ায়েত রয়েছে সে অনুসারে তিনি (রা.) ৮টি বিয়ে করেছিলেন। সবগুলো বিয়েই তিনি ইসলাম গ্রহণের পর করেছেন। তাঁর পবিত্র সহধর্মিণী এবং সন্তানসন্ততির নাম নিম্নরূপ–

১. রসূল (সা.) তনয়া হযরত রুকাইয়া, যার গর্ভে তার পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উসমান জন্মগ্রহণ করেন। ২. রসূল (সা.) তনয়া হযরত উম্মে কুলসুম। হযরত রুকাইয়া-র মৃত্যুর পর হযরত উসমান (রা.) তাকে বিয়ে করেন। ৩. হযরত ফাখতা বিনতে গাযওয়ান, যিনি হযরত উতবা বিন গাযওয়ান (রা.)-এর বোন ছিলেন। তাঁর গর্ভে পুত্রসন্তানের জন্ম হয় তার নামও আব্দুল্লাহ্ ছিল আর তাকে আব্দুল্লাহ্ আল আসগার নামে ডাকা হতো। ৪. হযরত উম্মে আমর বিনতে জুন্দুব আসদিয়া, যার গর্ভে আমর, খালেদ, আবান, উমর এবং মরিয়মের জন্ম হয়। ৫. হযরত ফাতেমা বিনতে ওয়ালিদ মাখযুমিয়া, যার গর্ভে ওয়ালিদ, সাঈদ এবং উম্মে সাঈদের জন্ম হয়। ৬. হযরত উম্মুল বানীন বিনতে ওয়ায়না বিন হিসন্ হাযারিয়া, যার গর্ভে তার পুত্র আব্দুল মুলক-এর জন্ম হয়। ৭. হযরত রামলা বিনতে শায়বা বিন রাবিয়া, যার গর্ভে আয়েশা, উম্মে আবান এবং উম্মে আমরের জন্ম হয়। ৮. হযরত নায়েলা বিনতে ফারাফেসা বিন আহফাস, যিনি পূর্বে খ্রিষ্টান ছিলেন, কিন্তু রুখসাতানা বা স্বামীগৃহে আসার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং উত্তম মুসলমান প্রমাণিত হন। তার গর্ভে তার কন্যা মরিয়ম জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, আম্বাসা নামে একটি পুত্রসন্তানও (তার গর্ভে) জন্মগ্রহণ করেছিল। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত উসমানের শাহাদাতের সময় তাঁর সাথে ৪ জন স্ত্রী ছিলেন। তাঁরা হলেন– হযরত রামলা, হযরত নায়েলা, হযরত উম্মুল বানীন এবং হযরত ফাখ্তা। কিন্তু অন্য এক রেওয়ায়েত অনুসারে অবরোধের দিনগুলোতে হযরত উসমান (রা.) হযরত উম্মুল বানীন-কে তালাক প্রদান করেছিলেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) সূরা নূরের তফসীর করতে গিয়ে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মা'রেফাত তথা তত্ত্বজ্ঞানের একটি নূর বা জ্যোতি রয়েছে যার মাধ্যমে ভালো–মন্দের পার্থক্য করা যায়। এই নূর সেসব গৃহে থাকে যেসব গৃহে দিবারাত্রি আল্লাহ্ তা'লার যিক্র বা স্মরণ করা হয়। সেখানে যারা বসবাস করে তারা ব্যবসায়ী, তাদের ঘর ছোট, কিন্তু কোন একদিন আল্লাহ্ তা'লা তাদের গৃহ সুপ্রস্ত করবেন। অতএব এই কুরআন শরীফের সংকলক হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), এরপর হযরত উমর (রা.)। হযরত উসমান (রা.) হলেন এর প্রচারক। এরপর রয়েছেন হযরত আলী (রা.), যার মাধ্যমে

সত্যিকার আধ্যাত্মিক জ্ঞানভাণ্ডার বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, আমিও সরাসরি হযরত আলী (রা.)-এর কাছ থেকে পবিত্র কুরআনের কোন কোন মা'রেফাত বা তত্ত্বজ্ঞান শিখেছি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) আরো বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এই রুকূগুলোতে একথাও বলে দিয়েছেন যে, খিলাফত আনসারদের মধ্যে নয় বরং মুহাজেরদের মধ্যে হবে। অতঃপর বলেন, আর তাদের বিপক্ষে মুসলামানরাও দাঁড়াবে এবং কাফেররাও। অতএব হযরত আবু বকর (রা.)-এর বিরোধিতাও এভাবেই হয়েছিল। কেউ কেউ খিলাফতের পক্ষে ছিল না। আল্লাহ্ তা'লা দুই দলেরই দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, একটি দল হলো তারা যারা মরুর মরীচিকাকে পানি মনে করে আর দ্বিতীয় দলটি হলো তারা যারা শরীয়তের সমুদ্রে অবস্থান করেও বিরোধিতা করবে। পরিণতি যা হবে তা হলো পশুপাখি তাদের মাংস ভক্ষণ করবে। খোলাফায়ে রাশেদীনের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.)-এর বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। হযরত উসামা (রা.)-এর সাথে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা হয়েছিল। অপরদিকে আরবের যত্রতত্র বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। মক্কায় লোকেরা বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত ছিল, এমন সময় একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি সেখানে পৌঁছে মক্কাবাসীদের বলেন, ঈমান আনার ক্ষেত্রে তোমরা সবার পিছনে ছিলে, অথচ এখন মুরতাদ হওয়ার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে রয়েছ? এতে তারা বিরত হয়। এরপর তিনি বলেন, إِذَا فَرِيقٌ مِّنۡهُم مُّعۡرِضُونَ আয়াতে যে দলের কথা বলা হয়েছে তারা হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.) তথা কারো যুগে বিজয়ী ও সাহায্যপ্রাপ্ত হয় নি। এই দলটি কখনো সফল হয় নি। কিন্তু দ্বিতীয় দলটি ছিল سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَا পন্থি দল, যারা বিজয়ী ও সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছে, সর্বদা সফল হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমি যা জানি তা হলো, কোন ব্যক্তি মু'মিন এবং মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ তার মাঝে আবু বকর, উমর, উসমান এবং আলী রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন-এর মতো বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি না হবে। তারা নশ্বরজগতকে ভালোবাসতেন না, বরং নিজেদের জীবন তারা খোদার পথে উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। অতঃপর তিনি বলেন, এ বিশ্বাস থাকা আবশ্যক যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ও হযরত উমর ফারুক (রা.) এবং হযরত যুন্নুরাইন, অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.) আর হযরত আলী মুর্তজা (রা.), সকলেই সত্যিকার অর্থে ধর্মের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.), যিনি ইসলামের দ্বিতীয় আদম ছিলেন আর একইভাবে হযরত উমর ফারুক এবং হযরত উসমান (রা.) যদি ধর্মের ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে বিশ্বস্ত ব্যক্তি না হতেন তাহলে আজ আমাদের জন্য কুরআন শরীফের কোন একটি আয়াতকেও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বলা দুষ্কর ছিল।

পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, খোদার কসম! আল্লাহ্ তা'লা শায়খাইন, অর্থাৎ হযরত আবু বকর এবং হযরত উমরকে আর তৃতীয়জন যিনি যুন্নুরাইন, তাদের প্রত্যেককে ইসলামের দ্বার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সেনাবাহিনীর অগ্রসেনানী করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি তাঁদের মাহাত্ম্যকে অস্বীকার করে, তাঁদের সুনিশ্চিত সত্যতাকে তুচ্ছজ্ঞান করে এবং তাদের সাথে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করে না, বরং তাদেরকে লাঞ্ছিত করে এবং তাদের সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলতে উদ্যত হয় আর তাদেরকে গালমন্দ করে, আমি তাদের অশুভ পরিণতি এবং ঈমান নষ্টের আশঙ্কা করি। যারা তাদেরকে কষ্ট দিয়েছে, তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছে এবং অপবাদ আরোপ করেছে, তাদের পরিণতি হয়েছে হৃদয়ের কঠোরতা এবং রহমান খোদার ক্রোধভাজন হওয়া। আমি বারবার অভিজ্ঞতা করেছি আর আমি এটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশও করেছি যে, এসব সৈয়্যদ উম্মতের শিরোমনির প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করা কল্যাণের উৎস খোদার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ।

যে-ই তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে তার জন্য দয়া ও স্নেহের সব দ্বার রুদ্ধ করে দেয়া হয় আর তার জন্য জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টির দ্বার উন্মুক্ত করা হয় না। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে জাগতিক ভোগবিলাস ও কামনা-বাসনার মাঝে পরিত্যাগ করেন এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার গহ্বরে নিক্ষেপ করেন আর তাদেরকে নিজ দরবার থেকে দূরে ও বঞ্চিত রাখেন।

পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর পর ইসলামের যে উন্নতি হয়েছে তা তিন সাহাবীর মাধ্যমেই হয়েছে, অর্থাৎ হযরত আবু বকর, হযরত উমর এবং হযরত উসমান (রা.)-এর মাধ্যমে। এরপর শিয়াদের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আমরা তোমাদের গালমন্দ শুনে অভিযোগের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না! কেননা তোমরা গুটিকয়েকজন বাদে সকল সাহাবীকে গালি দিয়ে থাক। অধিকন্তু তোমরা মহানবী (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রী উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের প্রতি অভিসম্পাত করে থাক আর মনে কর যে, আল্লাহ্র কিতাব কুরআন শরীফে কিছুটা সংযোজন ও বিয়োজন করা হয়েছে। আরো বলে থাক যে, এটি 'বিয়াযে উসমান' বা উসমান রচিত গ্রন্থ এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নয়। তোমরা ইসলামকে এমন এক মরুভূমির ন্যায় মনে করেছ যার মাটি শুষ্ক এবং ফসলশূন্য, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্ত মানুষ বলতে এখানে কেউ নেই।

তিনি (আ.) আরো বলেন, অতএব হে সীমালজ্ঘনকারীরা! তোমাদের হাত থেকে কোন্ সম্মান নিরাপদ রয়েছে? এরপর তিনি বলেন, আমাকে আমার প্রভুর পক্ষ থেকে খিলাফত সম্পর্কে গবেষণালব্ধ জ্ঞান দান করা হয়েছে আর গবেষকদের ন্যায় আমি এই বাস্তবতার গভীরে অবগাহন করেছি এবং আমার প্রভু আমার নিকট এটি প্রকাশ করেছেন যে, (আবু বকর) সিদ্দীক, (উমর) ফারুক এবং হযরত উসমান (রা.) পুণ্যবান ও মু'মিন ছিলেন আর তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে আল্লাহ তা'লা মনোনীত করেছেন এবং যাদেরকে রহমান খোদার পুরস্কারে বিশেষত্ব দান করা হয়েছে। আর অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞানী তাদের প্রশংসনীয় গুণাবলীর অনুকূলে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তারা মহামহিমান্বিত খোদার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে স্বদেশ ত্যাগ করেছেন, প্রতিটি রণক্ষেত্রের ভয়ঙ্করতম স্থানে যুদ্ধ করেছেন, গ্রীষ্মের ভরদুপুরের দাবদাহ এবং শীতের রাতের প্রচণ্ড ঠাণ্ডার ভ্রুক্ষেপ করেন নি, বরং সদ্য যৌবনে পদার্পণকারী যুবকদের (প্রেমাসক্তির) ন্যায় তারা ধর্মপ্রেমে বিভোর হয়েছেন আর আপন-পর কারো প্রতি আকৃষ্ট হন নি, বরং বিশ্ব প্রভু-প্রতিপালক খোদার ভালোবাসায় সবাইকে পরিত্যাগ করেছেন। তাদের কর্মে সৌরভ আর কাজে রয়েছে সুবাস। আর এসবই তাদের সুমহান মর্যাদার বাগান ও তাদের পুণ্যের বাগিচার প্রতি পথনির্দেশ করে। আর সেগুলোর প্রভাত সমীরণ নিজ সুরভিত গতির মাধ্যমে তাদের গুপ্ত গুণাবলীর সংবাদ প্রদান করে এবং তাদের জ্যোতিসমূহ আপন পূর্ণ প্রভায় আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়। অতএব তোমরা তাদের মর্যাদা ঔজ্জ্বল্য ও চমককে তাদের মনলোভা সুগন্ধির মাধ্যমে অনুধাবন কর এবং তাড়াহুড়া করে কুধারণার অনুসরণ করো না। হরেক রকম রেওয়ায়েতের ওপর ভরসা করো না, কেননা সেগুলোতে অনেক বিষ ও বড়ই বাড়াবাড়ি বিদ্যমান এবং সেগুলো বিশ্বাসযোগ্য নয়। সেগুলোর মাঝে বহু রেওয়ায়েত উলটপালটকারী আর মিছে ঝড় ও বৃষ্টির আভাস প্রদানকারী বিদ্যুৎচমকের সাথে সাদৃশ্য রাখে। অতএব আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় কর আর সেসব রেওয়ায়েতের অনুসারণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

এরই সাথে হযরত উসমান (রা.)-এর স্মৃতিচারণ সমাপ্ত হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে হযরত উমরের স্মৃতিচারণ আরম্ভ হবে। আজ আমি প্রথমত যেটি উল্লেখ করতে চাই তা হলো, আল ইসলাম কুরআন সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য নতুন ওয়েবসাইট এর প্রথম সংস্করণ প্রস্তুত করেছে, Holyquran.io। এই ওয়েবসাইটটি আল ইসলাম থেকে আলাদাভাবে দেখা যাবে। যে কোন সূরা, আয়াত, শব্দ বা বিষয়কে আরবী, ইংরেজী অথবা

উর্দূ ভাষায় এক নতুন সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে অনুসন্ধান করা সম্ভব হবে। আর অনুসন্ধানের ফলাফল আহমদী ও অ-আহমদী অনুবাদের সাথেও দেখা সম্ভব। প্রতিটি আয়াতের সাথে তার তফসীর, সংশ্লিষ্ট বিষয় ও আয়াত দেখা সম্ভব। এটিকে আরো সমৃদ্ধ করার কাজ চলছে আর এর পরবর্তী অংশ ইনশাআল্লাহ্ ২০২১ সালের জলসা সালানা যুক্তরাজ্য পর্যন্ত প্রস্তুত হয়ে যাবে। এছাড়া আল ইসলাম ওয়েবসাইটে কুরআন পড়া, শুনা এবং অনুসন্ধানের ওয়েবসাইট readquran.app এরও নতুন সংস্করণ প্রস্তুত করা হয়েছে, যাতে ইংরেজী তফসীরের পাশাপাশি তফসীরে সগীরের নোট, ইংরেজী শাব্দিক অনুবাদ, বিষয়সূচী এবং আরো অনেক উপকারীর বিষয়াদির যোগ করা হয়েছে যা দৈনন্দিন কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে উপকারী হবে। আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করছি এই প্রজেক্ট পবিত্র কুরআনের সুন্দর শিক্ষাকে পৃথিবীময় প্রচারের কারণ হোক আর জামা'তের সদস্যরাও এগুলো থেকে পুরোপুরি কল্যাণ লাভকারী হোক।

একইসাথে আমি পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যও দোয়ার অনুরোধ করছি। আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করুন, তাদের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করুন। অনুরূপভাবে আলজেরিয়ার আহমদীদেরও আল্লাহ্ তা'লা দৃঢ়তা দান করুন এবং সেখানকার অবস্থায় পরিবর্তন সৃষ্টি করুন।

এখন আমি কতিপয় প্রয়াত ব্যক্তির উল্লেখ করব আর তাদের জানাযাও পড়াব। বহু আবেদন আসে, এখানে সবার উল্লেখ করা এবং জানাযা পড়ানো কঠিন। যাহোক, কয়েকজনের উল্লেখ আমি করছি, অন্যদের আমি দোয়ায় অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছি, নাম নেয়া ছাড়া-ই তারাও অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবার মাগফিরাত করুন ও তাদের প্রতি কৃপা করুন। যাহোক, যাদের স্মৃতিচারণ করব এখন তাদের উল্লেখ করছি। তাদের মাঝে একজন হলেন, মোকাররম মুহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী সাহেব। তিনি ঢাকা, বাংলাদেশের অধিবাসী ছিলেন। গত ১৪ নভেম্বর ২০২০ তারিখে তিনি ৭৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম অন্যান্য দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দীর্ঘদিন ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। ওয়াকফে নও এবং তাদের পিতামাতাদের সাথে ক্লাসের ব্যবস্থা করার জন্য দূরদূরান্তের বিভিন্ন জামা'তে নিয়মিত সফর করতেন। অসুস্থতা তাকে অপারগ করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি নিয়মিত মসজিদে যেতেন। মরহুম ওসীয়্যত করেছিলেন। তিনি তার অবর্তমানে স্ত্রী, তিন পুত্র এবং এক কন্যা রেখে গেছেন।

পরবর্তী প্রয়াত ব্যক্তি হলেন একজন ভদ্রমহিলা মুখতারা বিবি সাহেবা, যিনি রাবওয়ার দারুল-ইয়ামান নিবাসী রশীদ আহমদ আঠওয়াল সাহেবের সহধর্মিণী এবং বুর্কিনাফাঁসোর জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীনের প্রিন্সিপাল নাঈম বাজওয়া সাহেবের শাশুড়ি ছিলেন। গত ১৬ জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। পশ্চিম দারুল ইয়ামান-এর লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র মসলিসে আমেলাতে তিনি মোটের ওপর ১৭ বছর সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। বিভিন্ন দেশে আর্থিক কুরবানি করার সৌভাগ্য তার লাভ হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'লা তাকে লক্ষ লক্ষ রুপি আর্থিক কুরবানি করারও সৌভাগ্য দান করেন। মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা পূর্বেও যখন তিনি সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে চোখ খুলেন তখন জিজ্ঞেস করেন, আমার চুড়িগুলো কোথায়? আর তৎক্ষণাৎ নিজ পুত্রকে বলেন, এই চুড়িগুলো বিক্রি করে তুমি প্রেসিডেন্ট সাহেবকে দিয়ে আস, যেন তিনি তা দিয়ে এম.টি.এ.-র ব্যবস্থা করেন বা ডিশ লাগিয়ে দেন। এগুলোর মূল্য ছিল প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ রুপী।

১৯৯৫ সালে জার্মানিতে তার দুই পুত্র সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তখন তিনি অত্যন্ত ধৈর্য্যের সাথে সেই শোক সহ্য করেন এবং কখনো সেই দুর্ঘটনার উল্লেখ করেন নি, কোন অভিযোগ-অনুযোগ করেন নি। এই শোকাবহ ঘটনায় আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট

থেকে ধৈর্য্য ধারণ করেছেন। তবলীগ করার ব্যাপারে তার খুব আগ্রহ ও উদ্দীপনা ছিল। রাবওয়ার আশেপাশের গ্রামগুলোতে তবলীগ করার উদ্দেশ্যে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যেতেন। কুরআন শরীফের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল। নিজে নিয়মিত কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করার পাশাপাশি এলাকার শিশুদেরও কুরআন শরীফ ও 'ইয়াসসারনাল কুরআন' পড়িয়েছেন। মরহুমা ওসীয়্যত করেছিলেন। স্বামী ছাড়া এক পুত্র ও চার কন্যা রেখে গিয়েছেন। তার তিন কন্যা লন্ডনে আছেন, এক কন্যা আছেন বুর্কিনাফাঁসোতে। এখানেও যে কন্যারা রয়েছেন তারা জামা'তের কাজ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার প্রতি ক্ষমার আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা হলো মঞ্জুর আহমদ শাদ সাহেবের, যিনি গত ১৭ জানুয়ারি ৮২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন; إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তাদের পরিবারে আহমদীয়াতের সূচনা হয় ১৯০৩ সালে তার পিতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মিয়া আব্দুল করীম সাহেবের মাধ্যমে, যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) করম দীনের মামলার কাজে জেহলাম গিয়েছিলেন। শাদ সাহেব ১৯৫৬ সালে করাচীতে স্থানান্তরিত হন, সেখানে তিনি করাচীর জেলা কায়েদ হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং খোদ্দামুল আহমদীয়ায় খুব ভালো কাজ করেন। এরপর ড্রিগ রোড কলোনী জামা'তের প্রেসিডেন্ট এবং করাচীর নায়েব আমীর হিসেবেও কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৮৪ সালে 'সাখ্খার'-এ যে প্রতিনিধিদল হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)কে স্বাগত জানিয়েছিল, সেই প্রতিনিধিদলেও তিনি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং হুযূর যাত্রা করার আগ পর্যন্ত এয়ারপোর্টেই অবস্থান করেন। ২০১০ সালে তিনি লন্ডনে স্থানান্তরিত হন। এখানে বায়তুল ফুতুহ্ হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারীতেও নিয়মিত সময় দিতেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি 'নরবারি' জামা'তের সেক্রেটারী তরবিয়ত ও সেক্রেটারী তরবিয়ত নও-মোবাঈন হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। মরহুম ওসীয়্যত করেছিলেন। তার দুই পৌত্র এবং এক দৌহিত্র মুরব্বী আর তারা এখানে যুক্তরাজ্যেই দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য পাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা যুক্তরাষ্ট্রের আব্দুর রহমান সলিম সাহেবের সহধর্মিণী হামীদা আখতার সাহেবার, যিনি গত ১৯ জানুয়ারি ৯২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন; إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমাকে দীর্ঘকাল, অর্থাৎ প্রায় ৫০ বছর যাবৎ লাজনা ইমাইল্লাহ্ করাচী ও রাওয়ালপিন্ডিতে কাজ করার সৌভাগ্য দান করেন। জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে, লাজনা প্রেসিডেন্ট হিসেবে আর কিয়াদতের নিগরান হিসেবেও। খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন, সন্তানদেরও খিলাফতের সাথে একনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত থাকার উপদেশ দিতেন। সারা জীবন নামাযে নিয়মিত ও তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত ছিলেন। কুরআন পঠন ও পাঠনের বিশেষ ব্যবস্থা করতেন। নিজের সন্তানদের ও অন্যের সন্তানদেরও কুরআন পড়িয়েছেন। তার ওমরাহ করারও সৌভাগ্য হয়েছিল। মরহুমা মূসীয়া ছিলেন। তিনি তার অবর্তমানে পাঁচজন পুত্র ও দুইজন কন্যা রেখে গেছেন। তার সন্তানদের মাঝেও অনেকেই ধর্মের সেবক রয়েছে আর জামা'তের বিভিন্ন পদে সেবার সুযোগ পাচ্ছেন। ডাক্তার আব্দুস সালাম সাহেব ও ডাক্তার খলীক মালেক সাহেব রয়েছেন, তারা বেশ ভালো কাজ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা হলো মুকাররম নাসের পিটার লুতসিন সাহেবের, যিনি একজন জার্মান আহমদী। তিনি গত ২০ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার কন্যা বলেন, ১৯৮৩ সালে একদিন আমার পিতামাতা হ্যানোভার শহরের কেন্দ্রীয় বাজার অতিক্রম করছিলেন, তখন তাদের দৃষ্টি একটি স্টলের ওপর পড়ে যা শুধুমাত্র একটি টেবিলে সাজানো ছিল এবং যার ওপর কিছু পরিচিতিমূলক পুস্তক পড়ে ছিল আর এর পিছনে কয়েকজন ভিনদেশি যুবক দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের সাথে পরিচয় হলে জানা যায় যে, এটি ইসলামের প্রতিনিধিত্বকারী

আহমদীয়া জামা'তের তবলীগি স্টল। তিনি সেই যুবকদের বিভিন্ন প্রশ্ন করেন এবং বইপুস্তকও সাথে নিয়ে যান। বইপুস্তক পাঠ করার পর পুনরায় তাদের সাথে যোগাযোগ করে সাক্ষাৎ করেন। সেই তিনজন আহমদী তাদেরকে বাড়িতে খাবারের নিমন্ত্রণ জানায়। রমজান মাস ছিল, ইফতারিতে আমার পিতামাতা তাদের বাড়ি যান। তারা মেঝেতে পুরাতন পত্রিকা বিছিয়ে খাবার পরিবেশন করেছিল। বসার কোন জায়গা ছিল না, মেঝের কার্পেটে পত্রিকা বিছিয়ে তাতে খাবার পরিবেশন করেছিলেন। আমার পিতামাতার খাবার খুবই পছন্দ হয়, কিন্তু তার চেয়েও বেশি তাদের সরলতা ও আতিথেয়তা তারা অনুভব করেন, এর স্বাদ বেশি পেয়েছেন। খাবারের পরও তাদের আলোচনা হয়। এরপর বাড়িতে আসা-যাওয়া আরম্ভ হয় এবং কয়েকমাস পড়াশোনা ও গবেষণা পর ১৯৮৪ সালে আমার পিতামাতা বয়আত করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে প্রবেশ করেন। এ উপলক্ষটি ছিল ঈদের। তিনি বলেন, স্থানীয় বন্ধুদের সাথে মোহতরম নাসের সাহেব হ্যামবুর্গ যান এবং বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। একবার তিনি জলসা সালানাতেও বক্তৃতা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি আরো লিখেন, ধর্মের প্রতি আমার মায়ের বিশেষ আকর্ষণ ছিল এবং সত্য ধর্ম খোঁজার আগ্রহই তাকে আহমদীয়াতের প্রতি আকৃষ্ট করে। অতঃপর জীবন্ত খোদার সাথে তার জীবন্ত সম্পর্কও সৃষ্টি হয় এবং বেশ কয়েকবার দোয়া কবুল হবার নিদর্শন তিনি প্রত্যক্ষ করেন। আর আল্লাহ্ তা'লাও কীভাবে নিদর্শন দেখান! তিনি বলেন, আমার মায়ের এক চোখ নষ্ট ছিল। ১৯৮৬ সালে যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় তিনি অংশগ্রহণ করেন, তখন হঠাৎ করে তার দৃষ্টিশক্তি কিছুটা ফিরে আসে। পূর্বে এক চোখ পুরোপুরি দৃষ্টিহীন ছিল, কিন্তু এরপর সে ওই চোখেই অল্প অল্প দেখতে শুরু করেন। তিনি বলেন, যার একটি চোখ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় তার জন্য এটা নিদর্শনের চেয়ে কম নয়। আর এই মো'জেযা এগারো বছর দৃষ্টিশক্তি থেকে বঞ্চিত থাকার পর লাভ হয়, যার ব্যাপারে তিনি বলতেন শুধুমাত্র দোয়ার কারণে এবং জলসায় এসে দোয়া করার ফলে এই কল্যাণ আমি লাভ করেছি। লন্ডনে একজন জার্মান আহমদী খাদিজা সাহেবার বাড়িতে তারা অবস্থান করতেন। একদিন আমার পিতামাতা তাদের বাসা থেকে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাইরে বের হয়ে কিছুটা দূরে চলে যান। ফিরে আসার সময় রাস্তা হারিয়ে ফেলেন। অন্ধকার নেমে আসার সাথে সাথে তাদের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এমন এক রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন যেখানে গাড়ি অনেক বেশি ছিল এবং কিছু বুঝা যাচ্ছিল না যে, কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন। যখন আরো অন্ধকার ছেয়ে যায় এবং রাস্তাও হারিয়ে ফেলেন তখন আমার মা বলেন, চল আমরা দোয়া করি। দোয়া শেষ করা মাত্রই দেখতে পান, মোহতরমা খাদিজা সাহেবার জামাতা নিজের গাড়ি নিয়ে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, আসুন! গাড়িতে বসুন। আমি আপনাদেরকে বাসায় নিয়ে যাচ্ছি। দোয়া কবুল হবার এ দৃশ্য তাদের ঈমানকে আরো সতেজ ও দৃঢ় করেছে।

জার্মানির মুরব্বী লেইক মুনির সাহেব লিখেন, লিতসিন সাহেবের পুরো পরিবার আহমদী ছিলেন। তখন আমরা বলতাম, জার্মানির আহমদী পরিবার বলতে একমাত্র এরাই আছেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, স্বল্পভাষী, ভদ্র মানুষ ছিলেন। আর্থিক কুরবানীতে লিসতিন সাহেব সর্বদা অগ্রগামী ছিলেন। বিভিন্ন তবলীগি অধিবেশনে বক্তব্য দিতেন। তার সম্মুখে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নাম উচ্চারণ করা হলে তার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠতো। এক তবলীগি সভায় মরহুম ইসলামী শিক্ষা এতো সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন যে, ৭০ বছর বয়স্ক একজন জার্মান আমার কাছে এসে বলেন, ইসলাম সম্পর্কে আজ আমি যতটা জ্ঞান লাভ করেছি, ইতোপূর্বে তা আমি কখনোই লাভ করি নি। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন আর তার সন্তানদেরও আহমদীয়াতের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখুন।

পরবর্তী জানাযা কানাডা নিবাসী শ্রদ্ধেয়া রাযিয়া তানভীর সাহেবার যিনি জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ার ভাইস প্রিন্সিপাল মুরব্বী সিলসিলাহ, খলীল আহমদ তানভীর সাহেবের

সহধর্মিণী ছিলেন। ২৭ জানুয়ারি ৫৮ বছর বয়সে তিনি কানাডায় পরলোক গমন করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি ক্যান্সারের রোগী ছিলেন। শৈশব থেকেই মরহুমার ধর্মীয় কাজের প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল আর আমৃত্যু তা বজায় ছিল। তিনি ২২ বছর পাকিস্তানের লাজনা ইমাইল্লাহ্ অফিসে এবং মাসিক মিসবাহ্ পত্রিকা অফিসে বিভিন্ন বিভাগে হিসাব রক্ষক হিসেবে সেবা প্রদানের সুযোগ পেয়েছেন। রোগাক্রান্ত হবার আগ পর্যন্ত এই সেবাদান অব্যাহত ছিল। হযরত ছোটি আপা সাহেবার সাথে তাঁর অনেক কাজ করার সুযোগ হয়েছে এবং অনেক কিছু শেখারও সুযোগ হয়েছে আর তাঁর কাছ থেকে দোয়া পাওয়া সৌভাগ্যও তিনি লাভ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি মাগফিরাত করুন ও দয়ার্দ্র আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা মিয়াঁ মঞ্জুর আহমদ গালেব সাহেবের যিনি সারগোধা জেলার দোদাহ্ নিবাসী মিয়াঁ শের মুহাম্মদ সাহেবের পুত্র ছিলেন। গত ৭ ফেব্রুয়ারি তিনি পরলোক গমন করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ১৯৫৫ সালে তার বড় ভাইয়ের আহমদীয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। এরপর বড় ভাইয়ের সাথে তিনি রাবওয়া আসা-যাওয়া করতে থাকেন এবং সেখানে গিয়ে নিজেও বয়আত গ্রহণ করেন। বেলজিয়ামে বসবাসরত তার ছেলে বশীর আহমদ সাহেব বলেন, পিতা খিলাফতের নিবেদিতপ্রাণ প্রেমিক ছিলেন এবং খিলাফতের আনুগত্যে কোনরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেন না, বরং অক্ষরে অক্ষরে আমল করা কর্তব্য জ্ঞান করতেন। আমি ব্যক্তিগতভাবেও তাকে চিনতাম, তিনি নিশ্চিতরূপে একান্ত নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে জামা'তের সেবা করতেন ও খিলাফতের আনুগত্যকারী ছিলেন। ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্যদানকারী, ধর্মের সেবক, অতিথিপরায়ণ, অত্যন্ত দরবেশ প্রকৃতির মানুষ, দরিদ্রের লালন-পালনকারী, মিশুক, অতিব স্নেহশীল এবং সর্বজন প্রিয় একজন মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্র কৃপায় সারগোধা জেলার খোদ্দামুল আহমদীয়া, আনসারুল্লাহ্ অঙ্গসংগঠনে এরপর জেলা পর্যায়ে জামা'তের সেক্রেটারী মাল এবং সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ ও সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য হয়েছে। অতি উত্তমরূপে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। তার একজন পৌত্র সফীর আহমদ মুরব্বী সিলসিলাহ্ হিসেবে বর্তমানে এখানে পি, এস অফিসে কাজ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসূলভ আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা শ্রদ্ধেয়া বুশরা হামীদ আনোয়ার আদনী সাহেবার যিনি ইয়েমেনের হামীদ আনোয়ার আদান সাহেবের সহধর্মিনী ছিলেন। আমাদের এমটিএ'র স্বেচ্ছাসেবী কর্মী জনাব মুহাম্মদ আহমদ আনোয়ার সাহেবার মা ছিলেন আর এমটিএ'র ডাইরেক্টর প্রোডাকশন মুনীর আহমদ ওদেহ্ সাহেবের শাশুড়ি । গত ১৪ ফেব্রুয়ারি তিনি ৬৯ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত হাজী মুহাম্মদ দ্বীন সাহেব দেয়ালভী এবং হযরত হুসাঈন বিবি সাহেবার পৌত্রী ছিলেন। এমটিএ'তেও তিনি সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। লেকা মা'আল আরাব অনুষ্ঠানের সমস্ত ড্যাটা ট্রান্সফার করার ক্ষেত্রে তিনি দীর্ঘদিন কাজ করেছেন আর পাশাপাশি (এমটিএ) আল্ আরাবিয়াতেও দায়িত্বপালন করেছেন। জামা'তের সব ধরনের কাজ করে তিনি আনন্দবোধ করতেন। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ মহিলা ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা শ্রদ্ধেয়া নূরুস্ সুবাহ্ জাফর সাহেবার যিনি কেনিয়ার এলডোরেড এ কর্মরত মুরুব্বী সিলসিলাহ্ মুহাম্মদ আফযাল জাফর সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। গত ২৫ মার্চ তিনি ৬২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি প্রয়াত মওলানা মুহাম্মদ সাঈদ আনসারী সাহেব, মুরুব্বী সিলসিলাহ্'র সর্বকনিষ্ঠ কন্যা ছিলেন। মরহুমা ইংল্যান্ডের নাসীম বাজওয়া সাহেবের শ্যালিকা ছিলেন। তার স্বামী মুহাম্মদ আফজাল সাহেব লিখেন, আল্লাহ্

তা'লার কৃপায় তিনি পাঁচবেলার নামাযে অভ্যস্ত, তাহাজ্জুদ গুযার এবং নিয়মিত প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করতেন। দোয়ার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখতেন। তিনি নিজেও সর্বদা দোয়ায় মগ্ন থাকতেন এবং সন্তানসন্ততিকেও দোয়া করার উপদেশ দিতেন। এছাড়া তিনি নিয়মিত যুগ-খলীফার খুতবা শুনতেন এবং সন্তানদের তরবীয়তের উদ্দেশ্যে পুনরায় সেখান থেকে নির্বাচিত পয়েন্টগুলো তাদেরকে বলতেন। হাদীস, ইতিহাস এবং জামা'তের বইপুস্তক থেকে বিভিন্ন ঈমানোদ্দীপক ঘটনা বেশি বেশি বাচ্চাদেরকে শোনাতেন আর সর্বদা ধর্মের কাজ করার এবং খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার উপদেশ প্রদান করতেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসীয়া ছিলেন আর চাঁদা প্রদানের ব্যাপারে খুবই নিয়মিত ছিলেন। প্রতিটি আর্থিক কুরবানীর তাহ্‌রীকে অংশগ্রহণ করতেন। অতিথি আপ্যায়নের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা তাকে অনেক উদার মনের অধিকারিণী করেছিলেন। তিনি আরো বলেন, মরহুমার সাথে আমার ২১ বছরের দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত সহানুভূতিপূর্ণ ও প্রশংসনীয় ছিল। জাফর সাহেব যখন ফিজি'তে মুবাল্লেগ হিসেবে কর্মরত ছিলেন তখন তার প্রথমা স্ত্রী একটি দুর্ঘটনায় তিন মেয়ে এবং এক ছেলে, অর্থাৎ চার সন্তানসহ শহীদ হন। মরহুমার সাথে জাফর সাহেবের এটি দ্বিতীয় বিয়ে ছিল। প্রথম স্ত্রীর দুই মেয়ে জীবিত ছিল যাদেরকে তিনি মায়ের আদর দিয়েছেন, যার কথা উল্লেখ করে স্বয়ং সেই মেয়েরা বলেছে, তিনি আমাদেরকে কখনো বুঝতে দেন নি যে, আমাদের মা নেই। তিনি সর্বদা তাদের উত্তম তরবীয়ত করেছেন এবং পড়ালেখাও শিখিয়েছেন। জাফর সাহেব বলেন, তিনি যে কেবল মেয়েদের সাথে উত্তম আচরণ করেছেন তা-ই নয় বরং প্রথম পক্ষের শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়স্বজনদের সাথেও এতটা উত্তম আচরণ করেছেন যে, তারাও তার উত্তম ব্যবহারের কারণে তার ভূয়সী প্রশংসা করে। তার এক মেয়ে বলেছে, আমাদের জীবনে তিনি এক আলো, আশ্রয় এবং মমতাময়ী মা হিসেবে এসেছিলেন আর তিনি আমাদেরকে এতো ভালোবাসা ও আদর দিয়েছেন যে, আমরা কখনো জন্মদাত্রী মায়ের অভাব অনুভব করি নি। তার নিজেরও একটি মেয়ে ছিল কিন্তু তিনি কখনো তিনি মেয়ের মাঝে কোন পার্থক্য করেন নি। নিঃস্বার্থ ও আত্মত্যাগী মহিলা ছিলেন। আমাদেরকে খোদা তা'লার সত্তায় পূর্ণ আস্থা, আহমদীয়া খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ততা এবং ধর্মীয় শিক্ষামালা মেনে চলার উপদেশ প্রদান করতেন। সর্বদা আত্মীয়তার বন্ধনকে প্রাধান্য দেয়ার গুরুত্ব এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার শিক্ষা প্রদান করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা সুলতান আলী রেহান সাহেবের যিনি যুক্তরাজ্যের কেন্দ্রীয় আরবী ডেস্কে কর্মরত মুরুব্বী সিলসিলাহ্ মুহাম্মদ আহমদ নঈম সাহেবের পিতা ছিলেন। ২৬ মার্চ তিনি ৮৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মুহাম্মদ আহমদ (নঈম) সাহেব লিখেন, আমার বড় চাচা নিজে গবেষণা করে ১৯৫৮ সালে বয়আত গ্রহণ করেছেন। এরপর তিনি আমার আব্বাকে তবলীগ করেন এবং রাবওয়ার জলসায় প্রেরণ করেন আর দু'একটা বই পড়ার পর তার আব্বাও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বয়আত গ্রহণ করেন। বয়আত গ্রহণের পর উভয় ভাইয়েরই প্রচণ্ড বিরোধিতা হয়। হত্যার চেষ্টাও করা হয় কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা রক্ষা করেন। মোল্লা-মৌলবীরা গ্রামে এসে (উস্কানী দিয়ে) বলতো, তোমরা এই দুটি ছেলেকে হত্যা করতে পারছো না? যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা নিরাপদে রেখেছেন। এসত্ত্বেও তারা অ–আহমদী আত্মীয়স্বজন এবং অন্যান্য গ্রামবাসীর সাথে শেষ পর্যন্ত সুসম্পর্ক বজায় রেখেছেন। তাদের শত্রুপূর্ণ আচরণ সত্ত্বেও তারা তাদের সাথে উত্তম আচরণ প্রদর্শন করেছেন। মরহুমের দুই ছেলে এবং ছয়জন কন্যা সন্তান রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন। মুহাম্মদ আহমদ নাঈম সাহেবও তার পিতার জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারে নি।

পরবর্তী জানাযা জামা'তের ওয়াকফে জীন্দেগী, জম্মু কাশ্মির প্রদেশের রাজৌরি জেলার কালাবনে কর্মরত মৌলভী গোলাম কাদের সাহেবের যিনি মুবাল্লেগ সিলসিলাহ্ ছিলেন। গত

২৬ মার্চ তিনি ৫৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। প্রয়াত মৌলবী গোলাম কাদের সাহেবের পরিবারে তার দাদা জনাব বাহাদুর আলী সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াত এসেছিল। আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় তার বংশের তেরোব্যক্তি এখন জামা'তের কাজে নিয়োজিত আছেন। মুবাল্লেগ হিসেবে তিনি চৌত্রিশ বছর ছয় মাস জামা'তের কাজ করার সুযোগ লাভ করেছেন। যেখানেই মরহুমের পদায়ন হতো সেখানেই তিনি অত্যন্ত হাসি মুখে, কঠোর পরিশ্রম ও একাগ্রতার সাথে তালীম-তরবীয়তের দায়িত্ব শেষ অবধি পর্যন্ত পালন করেছেন। তবলীগে ভালো দক্ষতা রাখতেন। তবলীগের ক্ষেত্রের সকল সমস্যা ও বিরোধীতা দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করতেন। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞতাপরায়ণ, স্বল্পেতুষ্ট এবং নির্ভীক স্বভাবের মুবাল্লেগ ছিলেন। তিনি তার অবর্তমানে স্ত্রী ছাড়াও তিন পুত্র এবং দুই কন্যা রেখে গেছেন। এক ছেলে বশীরুদ্দিন কাদের জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ানের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি মাগফিরাত ও কৃপা করুন।

পরবর্তী জানাযা মাহমুদা বেগম সাহেবার যিনি কাদিয়ানের দরবেশ মুহাম্মদ সাদিক সাহেব আরেফের সহধর্মিণী ছিলেন। গত ১ এপ্রিল তিনি ৮৫ বছর বয়সে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুমা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী উত্তর প্রদেশের মিনপুর জেলার আলীপুরখীড়া নিবাসী হযরত কাজী আশরাফ আলী সাহেব (রা.)-এর পৌত্রি এবং প্রয়াত কাজী শাদ বখ্শ সাহেবের কন্যা ছিলেন। দরবেশ মুহাম্মদ আরেফ সাদিক সাহেবের সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। মরহুমা তার স্বামীর দরবেশীর যুগে তার সাথে অত্যন্ত ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতার সাথে অতিবাহিত করেছেন। অনাহারে থাকতে হলেও সর্বদা ধৈর্য প্রদর্শন করেছেন। কখনো কারো সামনে অভাবের কথা প্রকাশ করতেন না। তিনি এতটা নামাযী ছিলেন যে, অন্তিম অসুস্থার সময়ও তিনি নামাযের জন্য ব্যাকুল ছিলেন। নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করতেন। নিয়মিত চাঁদা প্রদান করতেন। খিলাফতের সাথে ঐকান্তিক সম্পর্ক বজায় রাখতেন। সন্তানদেরও খিলাফতের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক রক্ষার উপদেশ দিতেন। মরহুমা মূসীয়া ছিলেন। তার অবর্তমানে তিনি তিন ছেলে এবং দুই মেয়ে রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা জর্ডানের খালেদ সা'দুল্লাহ্ সাহেবের যিনি সম্প্রতি ৬০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি তার বংশের প্রথম আহমদী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, নামায ও চাঁদা প্রদানে নিয়মিত এবং জামা'তী ব্যবস্থাপনার প্রতি অনুগত ছিলেন। অত্যন্ত সদালাপী, অতিথিপরায়ণ ও মিশুক মানুষ ছিলেন। খুবই শান্ত প্রকৃতির ও স্বল্পভাষী মানুষ ছিলেন। যুগ খলীফার কথা তার জন্য চূড়ান্ত কথার মর্যাদা রাখত। নিয়মিত এমটিএ (দেখতেন) বিশেষ করে জুমুআর খুতবা দেখতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা দারুল ফযল রাবওয়ার জনাব মুহাম্মদ মুনীর সাহেবের যিনি গত ১ এপ্রিল ৭৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ১৯৭২ সালে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) হাতে বয়আত করেছিলেন। তার পরিবারের অন্য কেউ আহমদী ছিল না। এ কারণে পরিবারের সদস্যরা তার ওপরে অনেকবার অত্যাচার-নির্যাতন করেছে, যাতে তিনি আহমদীয়াত পরিত্যাগ করেন। বরং ২০০৩ সালে তাকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল, আপনি যদি আহমদীয়াত ত্যাগ করেন তাহলে আমরা আপনাকে এতো টাকা দিব যে, আপনার সন্তানরাও বসে খেতে পারবে। কিন্তু তিনি আহমদীয়াতের ওপর অবিচল থাকেন। তার মেয়ে কমর মুনীর সাহেবা এখানে আমাদের ইসলামাবাদের এক ওয়াকফে যিন্দেগী কর্মীর

স্ত্রী এবং তার ছেলে তাহির ওয়াক্কাসও ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন।

অত্যন্ত পুণ্যবান ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন। সদা হাসিখুশী থাকতেন, কখনো কোন বিষয়ে রাগান্বিত হতেন না। নিষ্ঠার সাথে পাঁচবেলার নামায পড়তেন আর সময়মত সকল চাঁদা পরিশোধ করতেন। তার (এক) আত্মীয় হাফিয সাঈদুর রহমান সাহেব বলেন, আমার বাবা তাকে কাজ শিখিয়েছিলেন, তার অ-আহমদী আত্মীয়স্বজনরা যেহেতু তার সাথে ভালো করতো না তাই তিনি আমার পিতার কাছে চলে আসেন, কাছেই তার দোকান ছিল। নিজের দোকানে তিনি তাকে কাজ শেখান এবং তাদের বাড়ীতেই থাকতে আরম্ভ করেন। বাজামা'ত নামাযের জন্য নিয়মিত মসজিদে যেতেন এবং সামনের সারিতে গিয়ে বসতেন। তবলীগের ক্ষেত্রেও তার মাঝে এতটা আগ্রহ জন্মেছিল যে, নিজ স্ত্রীকে সাথে নিয়ে প্রায়ই রাবওয়ার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে চলে যেতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার তার ক্ষমা ও দয়ার্দ্র আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা হচ্ছে রাবওয়ার অন্তর্গত 'দারুল বরকত' নিবাসী মাস্টার নযীর আহমদ সাহেবের। যিনি গত ৪ এপ্রিল ৮০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার পিতা শিয়ালকোট জেলার 'দাতাহ্ যায়দ' নিবাসী করম দ্বীন সাহেবের পুত্র মরহুম মিয়াঁ উমর দ্বীন সাহেবের মাধ্যমে তার পরিবারে আহমদীয়াত এসেছিল। তিনি ১৫ বছর বয়সে সত্যপথ লাভ করেন এবং ১৯১৪ বা ১৯১৫ সালের জলসায় গিয়ে খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে দিক-নির্দেশনা লাভ করেছিলেন। এরপর মাস্টার নযীর সাহেব যখন সারগোধা জেলার উত্তর ৯৯-তে বসবাস করছিলেন তখন ওখানকার বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পক্ষ থেকে তাকে বয়কট করা হয়েছিল। সেই বিদ্যালয়েই তার নয় বছর বয়সী ছেলে নাসীর আহমদকে এক ছাত্র ছুরিকাঘাতে আহত করে। এ সময় মাস্টার সাহেব পরম ধৈর্য প্রদর্শন করেন। যাহোক, সেসময় এই ছেলে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল কিন্তু কিছুদিন পর জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। তিনি তার ছেলের মরদেহ কবরে সমাহিত করার সময় অনেক ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে বলেন, **'হে আমার পুত্র! আমার জন্য এটি গর্বের বিষয় যে, তুমি নিজ দেহে জামা'তের সত্যতার চিহ্ন নিয়ে যাচ্ছ।'** তিনি যতদিন ঐ গ্রামে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন কোন মুয়াল্লেম বা মুরুব্বীর প্রয়োজন হয় নি, তিনি নিজেই সেই দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপর রাবওয়ার নিকটেই তার পদায়ন হয়, ফলে তিনি রাবওয়ায় স্থানান্তরিত হন। সেখানেও তিনি জামা'তের সেবা করতে থাকেন। অসংখ্য ছেলেমেয়েদের তিনি পবিত্র কুরআন পড়া শিখিয়েছেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি ক্বারী আশেক সাহেবের কাছে পবিত্র কুরআনের তারতীল, অর্থাৎ শুদ্ধভাবে (কুরআন) পড়ার নিয়ম-কানুন শিখেছেন। এরপর (নিজ) পাড়ায় শুদ্ধ কুরআন শিক্ষার ক্লাস চালু করেন এবং তার সর্বাত্মক চেষ্টা থাকতো যে, এমন কোন ছেলেমেয়ে যেন না থাকে যারা মেট্রিক পাশ করা সত্ত্বেও কুরআন পড়তে জানে না। যদি এমন কাউকে পেতেন তাহলে তার বাড়িতে গিয়ে তাকে কুরআন পড়াতেন। অনেক অল্প বয়স থেকেই তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তেন আর করোনার কারণে রাবওয়াতে যখন এই নিষেধাজ্ঞা জারী হয় যে, ষাটোর্ধ্ব বয়সের লোকেরা যেন মসজিদে না আসেন তখন তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বাড়িতেই সকল নামায ও জুমুআ আদায় করতেন। একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে তার এই বিশ্বাস ছিল যে, তিনি আশি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করবেন আর এমনটিই হয়েছে। তার তিন ছেলে ও সম্ভবত এক মেয়েও রয়েছে। যাহোক, তার তিন ছেলেই ওয়াকেফে যিন্দেগী। ছেলেদের মধ্যে একজন হচ্ছেন, আমাদের আযীয সাহেব যিনি এখানেই ইসলামাবাদে জামা'তের সেবা করছেন। দ্বিতীয় জন হচ্ছেন, রাবওয়ার মুরুব্বী সিলসিলাহ্ নাসীম আহমদ সাহেব আর তৃতীয় জন হচ্ছেন, নাইজারে কর্মরত জামা'তের মুরুব্বী সিলসিলাহ্ জনাব সাঈদ আহমদ আদীল সাহেব, তিনিও দাফনের সময় উপস্থিত

থাকতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা প্রয়াতের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসূলভ আচরণ করুন আর এসব ব্যক্তিবর্গের পরিবার পরিজনকে ধৈর্য ও দৃঢ়মনোবল দান করুন এবং তাদের সৎকর্মগুলোকে ধরে রাখার সামর্থ্য দান করুন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)